আহলেবাইতের আলোকে গান-বাজনার বিধান

ইবুক

তথ্য: আল-কাফি

মূল লেখক: মুহাম্মদ ইয়াকুব কুলাইনি (রহ)
সম্পাদনা: আসিফ আলী ইমামি

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইসলামী শরীয়ত ও নৈতিকতার ধারায় মানুষের আত্মা ও অন্তরকে সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে গান-বাজনা, অসার বিনোদন (লাহওয় ও লা'ইব) এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অন্যতম একটি চর্চিত বিষয়। বিশেষ করে আহলেবাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর পবিত্র শিক্ষা ও হাদীস সম্ভারে গান-বাজনা (গিনা) এবং বাদ্যযন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'আল-কাফী' (বাপ: বাবুল গিনা / গান-বাজনার অনুচ্ছেদ)-এ সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি) ও আইম্মায়ে আতহার (আলাইহিমুস সালাম)-এর একাধিক অমূল্য বাণী পাওয়া যায়। আহলেবাইতের বাণী অনুযায়ী:

১. কুরআনের তাফসীর ও অপছন্দতা: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'অসার কথা' (লাহওয়াল হাদীস) এবং 'মিথ্যা/অসার কাজ' (যূর)-কে ইমামগণ গান-বাজনার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। ২. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি: নিয়মিত গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চা মানুষের অন্তরে নিফাক

(কপটতা) সৃষ্টি করে, ঈমান ও লজ্জা-শর্মাকে বিনাশ করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদাবোধ (গাইরাত) দুর্বল করে দেয়। ৩. রহমত ও দোয়ার প্রতিবন্ধক: যে ঘরে বা মজলিসে গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রের চর্চা হয়, সেখান থেকে আল্লাহর রহমত তুলে নেওয়া হয়, ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না এবং দোয়া কবুল হয় না।

আলোচ্য ইবুকে আহলেবাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর বর্ণিত ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে, যা একজন মুমিনকে গান-বাজনার প্রকৃত বিধান, এর পার্থিব ও পরকালীন অপকারিতা এবং আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদান্তে
মাক্তাব এ সাকালাইন

Maqtab Thaqalayn

Established in
2020

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
القرآن الكريم
AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
أهل البيت
AHLUL BAYT
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন

بسم الله الرحمن الرحيم

আল কাফি খণ্ড- ৬, অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-৩৬, সংগীত এবং গান অনুচ্ছেদ। মোট হাদিস-২৫।

হাদিস-১

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الْغِنَاءُ .

আমাদের একদল সঙ্গী (বর্ণনা করেছেন) সুহাইল ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি এহইয়া ইবনে আল-মুবারক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাবালা থেকে, তিনি সামা'আহ ইবনে মিহরান থেকে, তিনি আবু বাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু বাসীর বলেন: আমি ইমাম জাফর আস-সাদিক) (আ.)-কে মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম— "অতএব তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং বানোয়াট/মিথ্যা কথা (ক্বওলুয যুর) পরিহার করো।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৩০]

ইমাম বললেন: "(এখানে মিথ্যা কথা বা ক্বওলুয যুর বলতে) গান-বাজনা (আল-গিনা)-কে বোঝানো হয়েছে।"

হাদিস-২

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ
الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ .

মুহাম্মদ ইবনে আলী থেকে, তিনি আবু জামিলা থেকে, তিনি আবু উসামা থেকে, তিনি ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)- থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম (আ.)- বলেন: "গান-বাজনা (আল-গিনা) হলো নেফাক বা কপটতার বাসা (বা উৎপত্তিস্থল)।"

হাদিস-৩

عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
(سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام
لَمَّا مَاتَ آدَمُ (عليه السلام) وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ
فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ وَ
الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ (عليه السلام) فَكُلُّ مَا كَانَ فِي
الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ
. ذَاكَ

তিনি সুলাইমান ইবনে সামা'আহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আল-কাসিম থেকে, তিনি সামা'আহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

সামা'আহ বলেন, ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)- বলেছেন:

"যখন আদম (আ.) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন ইবলিস এবং কাবিল তাঁর মৃত্যুতে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ (শামাতাত) করল। তারা উভয় পৃথিবীর এক স্থানে একত্রিত হলো এবং আদম (আ.)-এর মৃত্যুতে বিদ্রূপ ও আনন্দ উদযাপনের জন্য বাদ্যযন্ত্র (আল-মা'আযিফ) এবং বিনোদনের উপকরণ (আল-মালাহি) তৈরি করল। সুতরাং, পৃথিবীতে এই ধরণের যত উপকরণ রয়েছে যা থেকে মানুষ আনন্দ-উপভোগ লাভ করে, তার সবকিছুর উৎস আসলে সেটিই।"

হাদিস-৪

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ .

আলী ইবনে ইব্রাহিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবি উমাইর থেকে, তিনি আলী ইবনে ইসমাইল থেকে, তিনি ইবনে মুসকান থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আবু জাফর (ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকির আলাইহিমুস সালাম-কে বলতে শুনেছি:

> **"**গান**-**বাজনা **(**আল**-**গিনা**)** সেসব পাপের অন্তর্ভুক্ত**,** যার জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **"**

এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি তিলওয়াত করলেন**:**

> **"**এবং মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অবান্তর**/**অনর্থক কথা **(**লাহওয়াল হাদীস**)** ক্রয় করে এবং সেটিকে উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে**;** তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। **" [**সূরা লুকমান**:** ৬**]**

হাদিস**-**৫

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

ইবনে আবি উমাইর থেকে, তিনি মিহরান ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)-থেকে বর্ণনা করেছেন।

মিহরান বলেন, আমি ইমামকে বলতে শুনেছি:

> "গান-বাজনা (আল-গিনা) হলো সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: 'এবং মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করার জন্য অবান্তর/অনর্থক কথা (লাহওয়াল হাদীস) ক্রয় করে।'" [সূরা লুকমান: ৬]

হাদিস-৬

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ الْغِنَاءُ .

আবু আলী আল-আশ'আরী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল জাব্বার থেকে, তিনি সাফওয়ান থেকে, তিনি আবু আইয়ুব আল-খাজ্জাজ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি আবু আল-সাব্বাহ থেকে, তিনি ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)- থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (আ.)-মহান আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে বলেছেন— "এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (বা মিথ্যা ও অনর্থক মজলিসে উপস্থিত হয় না)..." [সূরা আল-ফুরকান: ৭২]

তিনি (ইমাম) বললেন: "(এখানে 'আয-যুর' বলতে) গান-বাজনা (আল-গিনা)-কে বোঝানো হয়েছে।"

হাদিস-৭

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ .

আরবি হাদিস/বর্ণনাটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

আলী ইবনে ইব্রাহিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আল-নওফালী থেকে, তিনি আস-সাকূনী থেকে, তিনি আবু ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)- থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) বলেছেন:

> "আমি তোমাদেরকে নাচ-গান (আল-যাফন), বাঁশি (আল-মিযমার), ছোট ঢাক/ঢোল (আল-কূবাত) এবং বড় ঢোল (আল-কাবারাত) থেকে নিষেধ করছি।"

হাদিস-৮

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) يَقُولُ

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

আমাদের একদল হাদীস বর্ণনাকারী সেহল ইবনে জিয়াদ থেকে, তিনি আল-ওয়াশশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবুল হাসান আর-রিদা (আলাইহিস সালাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ইমাম জাফর আস-সাদিক (আলাইহিস সালাম) -কে 'গিনা' (গান-বাজনা/সঙ্গীত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

তখন তিনি বলেছিলেন: "এটি মহান আল্লাহর এই বাণী: 'আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ না জেনে বিভ্রান্তিকর/বেহুদা কথা (লাহওয়াল হাদিস) খরিদ করে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য...' [সূরা লুকমান: ৬]।

হাদিস-৯

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ

نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ لَنَا أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ فَقَالَ كُونُوا كِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ كُونُوا كِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً .

সহল ইবনে জিয়াদ, সাঈদ ইবনে জানাহ থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি আবু আইয়ুব আল-খাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমরা মদীনায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোথায় উঠেছো?" আমরা বললাম, "নর্তকী/গায়িকাদের মালিক অমুকের নিকট।"

তখন তিনি আমাদের বললেন, "তোমরা মর্যাদাবান/সম্মানী হও।"

আল্লাহর কসম, তিনি এটি দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন আমরা তা বুঝতে পারিনি এবং ভেবেছিলাম তিনি হয়তো বলছেন যেন আমরা তার প্রতি অনুগ্রহ করি।

পরবর্তীতে আমরা পুনরায় তাঁর নিকট ফিরে গিয়ে বললাম, "আপনি যে বললেন 'মর্যাদাবান হও', এর দ্বারা কী বুঝিয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারিনি।"

তিনি বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ তাআলার কিতাবে তাঁর এই বাণী শোননি: 'এবং তারা যখন অসার/অনর্থক কর্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন মর্যাদার সাথে (তা এড়িয়ে) অতিক্রম করে'?" [সূরা আল-ফুরকান: ৭২]

হাদিস-১০

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْفَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَفَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ

كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ
لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا .

আলী ইবনে ইবরাহীম, হারুন ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি মাস'য়াদাহ ইবনে জিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ছিলাম। তখন এক লোক তাঁকে বলল, "আমার বাবা-মা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক! আমি আমার বাথরুমে (টয়লেটে) প্রবেশ করি, আর আমার প্রতিবেশীদের কাছে কিছু দাসী রয়েছে যারা গান গায় এবং বিন (সেতার/বাদ্যযন্ত্র) বাজায়। কখনো কখনো আমি তাদের গান শোনার জন্য সেখানে বসার সময় দীর্ঘ করে ফেলি।"

তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন, "এমনটি করো না।"

লোকটি বলল, "আল্লাহর কসম! আমি তো তাদের কাছে যাই না; এটি কেবলই এক ধরনের শ্রবণ, যা আমি আমার কানে শুনি।"

তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা শোনোনি, যেখানে তিনি বলেছেন: 'নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরের—এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'?" [সূরা আল-ইসরা: ৩৬]

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! মনে হচ্ছে যেন আমি কোনো অনারব (আজমী) বা আরব কারো কাছ থেকেই আল্লাহর কিতাবের এই আয়াতটি আগে কখনো শুনিনি! নিশ্চয়ই আমি আর কখনো এতে ফিরে যাব না (এ কাজ করব না), ইনশাআল্লাহ, এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

তখন তিনি (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, "ওঠো, গোসল করো এবং যতটুকু পারো (তওবার) নামাজ পড়ো। কারণ তুমি এক ভয়াবহ পাপের ওপর বহাল ছিলে! তুমি যদি ওই অবস্থায় মারা যেতে, তবে তোমার অবস্থা কতই না খারাপ হতো! আল্লাহর প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছে এমন সব কিছু থেকে তওবা করো যা তিনি অপছন্দ করেন; কারণ তিনি কেবল মন্দ কাজকেই অপছন্দ করেন। আর মন্দকে তার অনুসারীদের জন্য ছেড়ে দাও, কারণ প্রতিটি বিষয়েরই উপযুক্ত অনুসারী রয়েছে।"

হাদিস-১১

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)

قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ كَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ كَفَرَهَا .

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, সালামাহ ইবনে আল-খাত্তাব থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি ইমরান আল-জা'ফরানী থেকে, তিনি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"আল্লাহ যাকে কোনো নেয়ামত দান করেছেন, আর সে সেই নেয়ামতের মুহূর্তে বাঁশি (বা বাদ্যযন্ত্র) নিয়ে এসেছে, সে সেই নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল। আর যে ব্যক্তি কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়েছে, আর সে সেই বিপদের মুহূর্তে বিলাপকারিণীকে (পাপপূর্ণ বিলাপের জন্য) নিয়ে এসেছে, সেও সেটার (ধৈর্যের নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞতা করল।"

হাদিস-১২

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ .

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি ইবনে ফাদদাল থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে ইয়াকুব থেকে, তিনি আব্দুল আ'লা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি ইমাম জাফর সাদিক(আলাইহিস সালাম)-কে গান-বাজনা (গিনা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, "তারা দাবি করে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি) এ জাতীয় কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন—'আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি; আমাদের অভিবাদন জানাও, আমাদের অভিবাদন জানাও, আমরাও তোমাদের অভিবাদন জানাব।'"

তখন তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন, "তারা মিথ্যা বলেছে! নিশ্চয়ই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: 'আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমি যদি কোনো ক্রীড়া-কৌতুক গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই তা করতাম—যদি আমাকে তা করতেই হতো। বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর আঘাত হানি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তা বিলুপ্ত হয়। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ, তার জন্য তোমাদের দুর্ভোগ!' [সূরা আল-انبیاء: ১৬-১৮]"

অতঃপর তিনি বললেন, "দুর্ভোগ অমুকের জন্য সে যা বর্ণনা করে!"—তিনি এমন এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন যিনি ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না।

হাদিস-১৩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ

الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ .

আলী ইবনে ইবরাহীম, তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবী উমাইর থেকে, তিনি আবু আইয়ুব থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ও আবু আল-সাব্বাহ আল-কিনানী থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী—'এবং তারা, যারা মিথ্যা/অসার কাজে যোগ দেয় না' [সূরা আল-ফুরকান: ৭২]—সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:

"এটি হলো গান-বাজনা (গিনা)।"

হাদিস-১৪

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ

إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ

صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ .

আমাদের একদল সঙ্গী (বর্ণনাকারী), আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ থেকে, তিনি উসমান ইবনে ঈসা থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই আল-কাফানদার নামের এক শয়তান রয়েছে। কোনো ব্যক্তির ঘরে যখন চল্লিশ দিন ধরে বারবাত (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র/বীণা) বাজানো হয় এবং সেখানে পরপুরুষেরা যাতায়াত করে, তখন সেই শয়তান তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গৃহকর্তার অনুরূপ অঙ্গের ওপর স্থাপন করে। এরপর সে তার মধ্যে একটি ফুঁ দেয়; ফলে তার পর থেকে সেই লোকটির আর কোনো আত্মমর্যাদাবোধ বা অন্যায়ের প্রতিবাদী চেতনা (গাইরাত) থাকে না—এমনকি তার স্ত্রী/নারীদের কাছে পরপুরুষ আসলেও সে কোনো ঈর্ষা বা লজ্জা অনুভব করে না।"

হাদিস-১৫

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)

بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ .

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আল-হুসাইন ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবী আল-বিলাদ থেকে, তিনি যায়েদ আশ-শাহহাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম) বলেছেন:

"যে ঘরে গান-বাজনা (গিনা) হয়, সে ঘর আকস্মিক বিপদ-আপদ বা দুর্ঘটনামুক্ত থাকার নিশ্চয়তা নেই; সেখানে দোয়া কবুল হয় না এবং ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না।"

হাদিস-১৬

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ

الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ .

আলী ইবনে ইবরাহীম, তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে আবী উমাইর থেকে, তিনি মেহরান ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আল-হাসান ইবনে হারূন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-কে বলতে শুনেছি, "গান-বাজনার (গিনা) মজলিস এমন এক মজলিস যার আহল বা উপস্থিতদের প্রতি আল্লাহ (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকান না। আর এটি সেই

বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত যার সম্পর্কে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার/অনর্থক কথা (লাহওয়াল হাদিস) ক্রয় করে' [সূরা লুকমান: ৬]।"

হাদিস-১৭

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ

مَنْ ضُرِبَ فِي بَيْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ فَلَا يُبْقِي عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ .

সহল ইবনে জিয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা বা অন্য কারো থেকে, তিনি আবু দাঊদ আল-মুস্তাকির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ইমাম জাফর সাদিক) বলেন:

"যার ঘরে চল্লিশ দিন ধরে বারবাত (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র/বীণা) বাজানো হয়, আল্লাহ তার ওপর 'আল-কাফানদার' নামের এক শয়তানকে চাপিয়ে দেন। অতঃপর সে লোকটির এমন কোনো অঙ্গ বাকি থাকে না যার ওপর শয়তানটি গিয়ে বসে না। আর যখন এমনটি ঘটে, তখন তার মধ্য থেকে লজ্জা তুলে নেওয়া হয় এবং সে নিজে কী বলল কিংবা তাকে নিয়ে কে কী বলল—সে বিষয়ে আর কোনো পরোয়া করে না।"

হাদিস-১৮

سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ

سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا

সহল, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল-মাদীনী থেকে, তিনি যার কাছ থেকে শুনেছেন তার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইমাম জাফরর সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁকে গান-বাজনা (গিনা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করো না, যাদের অধিবাসীদের থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।"

হাদিস-১৯

عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)

قَالَ مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّكَهَا فَيَسْمَعُ لَهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ .

তাঁর থেকে, ইয়াসির আল-খাদিম থেকে, তিনি আবূল হাসান ইমাম রেজা (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি নিজেকে গান-বাজনা (গিনা) থেকে পবিত্র রাখবে, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে—মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বাতাসকে আদেশ করবেন সেটি নাড়া দিতে; ফলে সেখান থেকে এমন এক সুর/শব্দ নির্গত হবে, যার মতো সুন্দর সুর কেউ কখনো শোনেনি। আর যে ব্যক্তি নিজেকে গান-বাজনা থেকে পবিত্র রাখেনি, সে তা শুনতে পাবে না।"

হাদিস-২০

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ

ضَرْبُ الْعِيدَانِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ .

তাঁর থেকে, আলী ইবনে মা'বাদ থেকে, তিনি আল-হাসান ইবনে আলী আল-খাজ্জাজ থেকে, তিনি আলী ইবনে আব্দুর রহমান থেকে, তিনি কুলাইব আল-সাইদাউঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-কে বলতে শুনেছি, "উদ (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র/বীণা) বাজানো অন্তরে নিফাক (কপটতা) উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাকসবজি/উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"

হাদিস-২১

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَالَ

لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِيهَا بَرْبَطٌ يُقَعْقِعُ وَ نَائِحَةٌ تُفَجِّعُ .

আহমদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আকিল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি মূসা ইবনে হাবীব থেকে, তিনি ইমাম জয়নুল আবেদিন (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"আল্লাহ এমন জাতিকে পবিত্র/পূত-পবিত্র করেন না, যাদের মধ্যে বারবাত (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র) ঝংকৃত বা খটখট শব্দে বাজানো হয় এবং বিপথগামী (বা পথভ্রষ্ট) নারী শোকের বিলাপ/ক্রন্দন সৃষ্টি করে।"

হাদিস-২২

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)

أَنَّى كُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَاحْتَبَسَنِي فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ فَقَالَ لِي ذَلِكَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ .

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সিনান থেকে, তিনি জাহাম ইবনে হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

ইমাম জাফরসাদিক (আলাইহিস সালাম) আমাকে বললেন, "তুমি কোথায় ছিলে?" আমি ধারণা করলাম তিনি স্থানটি চিনে ফেলেছেন (বা জেনে গেছেন)। তাই আমি বললাম, "আমি আপনার ওপর উৎসর্গ হই! আমি অমুক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে আমাকে আটকে রাখল। ফলে আমি তার বাড়িতে প্রবেশ করলাম এবং তার দাসী/গায়িকাদের দিকে তাকালাম।"

তখন তিনি (আলাইহিস সালাম) আমাকে বললেন, "সেটি এমন এক মজলিস যার উপস্থিতদের দিকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকান না। তুমি কি তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ (যে এমন স্থানে গেলে)?"

হাদিস-২৩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ

اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ .

আলী ইবনে ইবরাহীম, তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইবনে মাহবুব থেকে, তিনি আনবাসাহ থেকে, তিনি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"গান-বাজনা (গিনা) ও অসার/অনর্থক বিনোদন শোনা অন্তরে নিফাক (কপটতা) উৎপন্ন করে, যেমন পানি শস্যক্ষেত/উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"

হাদিস২৪

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)

قَالَ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ .

আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ, মুআল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-আরমানী থেকে, তিনি আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে ইয়াকতীন থেকে, তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

"যে ব্যক্তি কোনো বক্তার দিকে কান পাতল (মনোযোগ দিয়ে কথা শুনল), সে যেন তারই ইবাদত/দাসত্ব করল। অতঃপর সেই বক্তা যদি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়, তবে সে আল্লাহরই ইবাদত করল; আর বক্তা যদি শয়তানের বার্তা পৌঁছে দেয়, তবে সে শয়তানেরই ইবাদত করল।"

হাদিস-২৫

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ

سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ (عليه السلام) وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ .

আমাদের একদল সঙ্গী (বর্ণনাকারী), সহল ইবনে জিয়াদ থেকে, তিনি আলী ইবনে আর-রাইয়ান থেকে, তিনি ইউনুস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

আমি আল-খুরাসানী (আলাইহিস সালাম—অর্থাৎ ইমাম আলী আর-রিদা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, "আববাসী (ব্যক্তিটি) উল্লেখ করেছে যে, আপনি নাকি গান-বাজনার (গিনা) অনুমতি দিয়েছেন?"

তখন তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন, "জিন্দীক (নাস্তিক/ধর্মদ্রোহী)-টি মিথ্যা বলেছে! আমি তাকে এমনটি বলিনি। সে আমাকে গান-বাজনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন আমি তাকে বলেছিলাম: 'এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে এসে গান-বাজনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি তাকে বললেন: হে অমুক! আল্লাহ যখন সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করবেন, তখন গান-বাজনা কোথায় থাকবে?' লোকটি বলল, 'মিথ্যার সাথে।' তখন তিনি বললেন: 'তুমি নিজেই ফয়সালা করে ফেলেছ (তোমার উত্তর তুমি পেয়ে গেছ)।'"